আজকের কাগজ

তারিখ 29 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

25

বিধ্বস্ত অহংকার ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রেক্ষিত

বীর বাঙালীর ইতিহাস, লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাস। এক সমুদ্র রক্ত আর বিজয়ের ইতিহাস। বাঙালী সেই লড়াকু জাতি যারা মায়ের ভাষার জন্যে নিজের 'আত্ম-আবিষ্কারের' সংগ্রামে, রাজপথে রক্তের আল্পনা এঁকে 'বাঙালিত্ব'-কে মহিমান্বিত করেছে- নিজেদের সনাক্ত করেছে আপন ঐশ্বর্যে। বাঙালী সেই সাহসের উত্তরাধিকার- যারা ন'মাস মুক্তিযুদ্ধে, ত্রিশ লাখ শহীদের আত্মত্যাগ আর দু'লাখ মা-বোনের নারীত্বের বিনিময়ে 'স্বাধীনতার লাল সূর্যকে বাংলার সবুজ প্রান্তরে চিত্রায়িত করেছে মুক্তির সোনালী ক্যানভাসে, স্বাধীন জাতি হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে বিশ্বের ভৌগোলিক অস্তিত্বে। এই শৌর্য-বীর্য, ত্যাগ-তিতিক্ষা, বেদনা-গৌরবের ইতিহাস আমাদের স্বর্ণালী অহংকার।

প্রকৃতির অকৃত্রিম বুনো সৌন্দর্যের মাঝে, পতাকা সবুজ পাহাড়ে ঘেরা, নরম ঘাসের গালিচায় ঢাকা আর নীল আকাশের নীলিমার নীচে অবস্থিত চট্টগ্রাম বিশ্বদ্যািলয় দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের অন্যতম একটি। দুঃখজনক হোল, বিশ্বদ্যািলয়ের সূর্যোজ্জ্বল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারটি গত ২৯ এপ্রিলের ভয়াল ঘূর্ণিঝড়ে ভেঙ্গে-গুড়িয়ে যায় স্বাভাবিকভাবেই। প্রত্যাশা ছিলো, যতো দ্রুত সম্ভব পুনঃনির্মিত হবে বিধ্বস্ত মিনারগুলো কিন্তু সময় বয়ে যায় আপন ধারায়, অবহেলার ধুলোবালি ঢেকে দেয় শহীদের শাণিত চেতনাকে, অপমানে শহীদের আত্মা গুমরে ওঠে, নীরব কান্না শিশির হয়ে জমতে থাকে ক্যাম্পাসের লতা-পাতায়। অনেক অপেক্ষার প্রহর শেষে, বিধ্বস্ত তিনটি মিনারের স্থানে, অবশেষে যেন-তেনভাবে নির্মিত হয় একটি মাত্র ক্ষুদ্র স্তম্ভ- যা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষাপটে বেমানান এবং দৃষ্টিকটু। এ কথাতো ঠিক, চট্টগ্রাম বিশ্বদ্যািলয়ে 'ভাষা আন্দোলন' কিংবা 'মুক্তিযুদ্ধকে' নিয়ে গর্ব করার মতো কোনো 'স্থাপত্য' নেই, আয়োজন নেই। তাই কর্তৃপক্ষ কি ইচ্ছে করলে পারতেন না, আধুনিক নির্মাণ শৈলীর মাধ্যমে শহীদের গৌরবোজ্জ্বল আত্মত্যাগকে তার প্রাপ্য মর্যাদাটুকু দিতে?

আমাদের প্রত্যাশা, যথাযথ মর্যাদায় অবিলম্বে একটি ভাব-গম্ভীর, আধুনিক ও আকর্ষণীয় 'শহীদ মিনার' হিসেবে আমাদের শহীদ মিনারটি পুনঃনির্মাণের মাধ্যমে গড়ে তোলা হোক। 'অপরাজেয় বাংলা' কিংবা 'সাবাস বাংলাদেশ' না থাক কিন্তু গর্ব করার মতো একটি 'শহীদ মিনার' আমাদের আছে, একথা যেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা দীপ্ত অহংকারে বলতে

পারে এই সাহসী অহংকারে, অহংকারী হওয়ার গৌরবটুকু কি- আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যাশা করতে পারি না?

মোঃ ইফতেখারুল আলম মিন্টু
লোক প্রশাসন বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

OF — SHEETS